মূলশব্দাবলীঃ
নীতিবোধ/দৃঢ়তা
মূল্যবোধ/নীতিমালা
সমবেদনা

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

20 June 2025 / 23 Zulhijjah 1446H

আদর্শের মূলনীতিসমূহ ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَٱلشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَٱمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱلدَّاعِيَ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللهِ، ٱتَّقُوا ٱللهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আল্লাহর প্রতি তাকওয়াবান সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করি। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলে তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদের দূরে রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের অন্তরে অবিচল অটুট বিশ্বাস, অন্যের প্রতি যত্নবান ও সহানুভূতিশী্ল আচরণ প্রদান করেন যাতে করে এসবকিছুর সমন্বয়ে আমরা ইসলামের শিক্ষাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে সকলের নিকট তুলে ধরতে পারি।

সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা এই প্রশ্নটির দিকে লক্ষ্য করি, আমরা কি আমাদের ধর্মীয় নীতিসমূহ দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে পারব এবং একইওসঙ্গে আমরা কি তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারব যখন তাঁরা তাঁদের এই বিশ্বাস চর্চা কাজে এখনও যুদ্ধ করে চলছে? আসুন দেখি, সুরা আত তাওবার ১২৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ব্যাপারে কি বলেছেন?

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

অর্থঃ *তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।*

প্রিয় ভাইয়েরা,

দেখুন। আমাদের মধ্যে ইসলামের নীতি নৈতিকতার প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী ব্যাক্তি হলেন নবী করিম (সঃ)। আবার একই সাথে তাঁর সহানুভূতি ও করুণার কথা একটু আগে উল্লেখিত আয়াতে পরিষ্কারভাবে বিবৃত হয়েছে। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের মূলনীতিসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই দুইটি গুণ অবিচল আস্থা ও অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। আসলে, তারা একত্রে আমাদের নিজেদের অন্তরে বাস করতে পারে এবং তাদের একত্রে বাস করা উচিত যা কিনা উপস্থিত ছিল আমাদের নবী করিম (সঃ) এর নিজের চরিত্রের ভেতর।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন চারপাশে সর্বত্র সমস্যা বিরাজমান। যুদ্ধের কারণে মানুষের মধ্যে যে ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে তা মানুষকে শারিরীক ও মানসিক সমস্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর

এদিকে, একটি সংস্কৃতি যা ভৌতিক অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দেয়, তা আধ্যাত্মিক দিক থেকে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে। এটি মানুষকে ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস করা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিতে পারে। এমন অনিয়ন্ত্রিত জীবনাচরণ যা ধর্মীয় নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে তা বস্তুতঃ মানুষের মৌলিক মূল্যবোধের নিকট হুমকিস্বরূপ। এ থেকে আমাদের আদর্শগত সমস্যারও উৎপত্তি হয়।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হিসাবে, আমাদের বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধ ও মূলনীতিগুলিকে তুলে ধরার জন্য। একই সময়ে, আমাদের প্রতি নির্দেশ আছে অন্যের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা বিশেষ করে তাদের প্রতি যাঁরা তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে।

বাস্তবতা হলো, আমাদের ইসলামের মূল্যবোধগুলিতে অবিচল থেকে নিজেদেরকে তৈরী করা, প্রজ্ঞা ও সমবেদনার সাথে আমাদের পরিবারকে পথ প্রদর্শন করা এবং অন্যদেরকে সাহায্য করা।

আমাদের রসুলুল্লাহ (সঃ) একদা বলেছিলেন, "তোমার ভাই, সে হোক নিপীড়ক বা নিপীড়ড়া, তাকে তোমরা সাহায্য কর। "সাহাবীগণ বললেন, "হে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রেরিত দূত, আমরা জানি কিভাবে নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করা যায়। কিন্তু যে নিপীড়ক তাকে কিভাবে সাহায্য করা যায়"? তখন নবী করিম (সঃ) জানালেন, "তাকে আরো নিপীড়ন করা থেকে বিরত রেখে"। (আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)।

ইসলাম আমাদেরকে এই ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা দেয়- যারা ভুল পথে আছে, তাদেরকে সাহায্য করে, তাদেরকে ভুল পথ থেকে সরে আসতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে, আমাদের কখনও সহানুভূতিশীল ও করুণাময় হওয়ার বদলে কঠিন হওয়া বা রুঢ় আচরণ করা ঠিক না।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কিভাবে এই ভারসাম্য রক্ষার চর্চা করতে পারি? আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবনের কিছু উদাহরণের দিকে দেখলে দেখতে পারি,

প্রথমতঃ অন্যকে উদারতার সঙ্গে শিক্ষা দান করা এবং অন্যকে শাস্তি দানে তাড়াহুড়া না করা

একদা একজন লোক আমাদের নবী করিম (সঃ) এর নিকট এসে ব্যাভিচার করা সম্পর্কে তাঁর অনুমতি চাইলেন। তাঁকে বকাবকি বা অপদস্থ করার পরিবর্তে নবীজী (সাঃ) তাকে শান্তভাবে বোঝালেন, " এই কাজটা যদি তোমার পরিবারের কারো সঙ্গে অন্য কেউ করত তুমি কি তা চাইতে? লোকটি বললেন, "না"। নবী করিম (সঃ) বললেন, " অন্য বাড়ীরও কেউ চায়না তাদের বাড়ীর কারো সাথে এই কাজ হোক।" এরপর, নবী করিম (সঃ) লোকটির জন্য দোয়া করলেন। (আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ধর্মীয় উপদেশ দিতে হবে প্রজ্ঞার সাথে, প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব অবস্থা বিবেচনাসাপেক্ষে সেই উপদেশ দিতে হবে একটি সৎ-নিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে , শুধুমাত্র কাউকে শাস্তি দেয়ার জন্যই ধর্মীয় উপদেশ দেয়া উচিত না।

দ্বিতীয়ত : অন্যকে অপমানিত করবেন না বা হেলা করবেন না।

একদা নবী (স:) এর এক সাহাবা যখন মদ্যপানের জন্য সাজাপ্রাপ্ত এক ব্যাক্তিকে উপহাস করছিল, তখন তিনি তার ভুল সংশোধন করার জন্য বলেছিলেন, "তুমি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গিয়ে শয়তানের সাহায্যকারী হইবে না।" (আল বুখারী বর্ণিত হাদিস)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

যারা পাপ করে বা ভুল করে তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এই হাদিস আমাদেরকে সেই শিক্ষা দেয়। একদিকে আমরা যেমন তাদের কাজকে ক্ষমা করব না, তেমনি আমাদের উচিত যে কোন পাপাচার - যেমন, অন্যকে বিদ্রুপ করা, উপহাস করা, বা হেয় করা ইত্যাদি পরিহার করা। এইসব অগ্রহণযোগ্য আচরণ শয়তানের প্ররোচনা মাত্র। এই ধরণের আচরণ মানুষকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য

থেকে দূরে রাখে। বরং, আমাদের উচিত তাদেরকে উপদেশ দেয়া এবং পথ দেখানো অব্যাহত রাখা এই আশায় যে তাদের অন্ত:করণ সত্যের পথে ফিরে আসবে।

প্রিয় সুধী,

উম্মাহকে, বিশেষ করে যারা ভুল করেছে বা ধর্মীয় নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছে তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য নবীজি কি পন্থা অবলম্বন করতেন তার উদাহরণ হল এই দুইটি হাদিস। নবী (স:) এর সুন্নাহ এবং সিরাহর আরো অনেক কাহিনী আছে যেগুলিতে তাঁর এই মহান বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে

নীতির প্রশ্নে নবীজীর যে দৃঢ়তা ছিল তা কখনই তাঁর সহমর্মিতাকে মুছে দেয়নি। তেমনিভাবে, তাঁর দয়ালু মন কখনই অনৈতিক আচরণ বন্ধ করা থেকে বা ইসলামের মূল্যবোধ ও নীতিকে সমুন্নত রাখা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি।

নবীজী মুহাম্মদ (স:) তাঁর উম্মতদের জন্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি মানুষের কষ্ট দেখে কষ্ট পেতেন, সবসময় আমাদের জন্য মঙ্গল কামনা করতেন, এবং বিশ্বাসীদের জন্য তাঁর অন্তর ছিল দয়া ও সহমর্মিতায় পূর্ণ। নবীজীর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ আমাদের উচিত তাঁর এই সব মহান গুণাবলীর অনুকরণ করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন আমাদেরকে সেই শক্তি দেন যার ফলে আমরা আমাদের ধর্মে দৃঢ় থাকতে পারি, এবং মানবতার প্রতি সহমর্মিতা দিয়ে আমাদের অন্তরকে আশীর্বাদপুষ্ট করতে পারি। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরকে, আমাদের কথা, দৃষ্টি, এবং শ্রবণকে আপনার আলোয় আলোকিত করুন। আমিন, ইয়া রাব্বুল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনার হাত দুটি তুলি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, গভীর আশা নিয়ে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের সকল আর্জি গ্রহণ করেন। এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তাঁর বান্দার আকুতি আর তার বান্দার যত ভুল-ভ্রান্তি থাকুক না কেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা। আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোন্দর জন্য যাঁরা নিরন্তর সেখানে কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। এখন এমন একটা সময় যখন মানুষের নিকট থেকে সেখানে যে কোন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন আমরা

সারা বিশ্বের অধিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আসি- তিনি একজন যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের চেয়েও অধিক ক্ষমতার মালিক, যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, তিনি যেন গাজাবাসী ভাই-বোনদের ওপর তাঁর সাহায্যপ্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি।আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে করা পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানাই। হে সর্বত্তোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন, সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য দান করুন।

হে মহান আল্লাহ, হে লতিফ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যানকর হিসাবে প্রদান করেছেন,এবং পরকালেও তাঁদের জীবন কল্যাণকর করবেন এবং তাঁদেরকে আপনার জান্নাতী ভালবাসায় ঘিরে রাখবেন এবং আপনার সাহায় ও সহযোগিতায় আপনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসাও দৃঢ় মজবুত করুন।

ইয়া আল্লাহ। ইয়া হে দজ্জাল, ইজ্জি ওয়াসসুলতান তাঁদের সকল ভয় ভীতিকে নির্ভীকতায়, কঠিন অবস্থাকে সহজ অবস্থায়, তাদের সকল দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রশান্তিতে এবং সকল দুঃখগুলিকে আনন্দে পরিণত করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.